23 AUG 1987

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

ইংরেজী ভাষা অবহেলা আত্মঘাতী হবে

ওয়ালিউল্লাহ পাটোয়ারী
[প্রবীণ শিক্ষাবিদ]

আমরা যে যেখানেই অবস্থান করি না কেন আমাদের স্রষ্টা যে এক এবং অদ্বিতীয় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ এবং প্রমাণ নানান বর্ণের গাভী ও অন্যান্য স্তন্যপায়ী জীবের দুধ এক বর্ণ সাদা। সর্বত্রই মানুষের মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ প্রভৃতি অন্যান্য অংগ-প্রত্যংগের গঠন ও প্রক্রিয়া একই রূপ। যদি শ্রষ্টা দুই হতো, তাহলে তাদের মধ্যে সৃষ্টিতে অসামঞ্জস্য দেখা যেতো। কেবল আবহাওয়া ভেদে মানুষ কোথাও কালো, কোথাও সাদা, লাল, বাদামী রঙ্গের হলেও সকলের শিরায় ও উপশিরায় একই রঙ্গের লাল রক্ত প্রবাহিত হয়।

তাঁরই সৃষ্ট একই আদিপিতা আদম ও আদিমাতা বিবি হাওয়ার বংশধর হিসেবে আমাদের আকৃতি-প্রকৃতি ও সন্তানাদির প্রতি বাৎসল্য অনুরূপ। কাজেই মানুষ মাত্রেই একে অন্যের আত্মার আত্মীয় এবং পরস্পর ভাই-বোন। তিনি কেবল মানুষকেই দিয়েছেন বিবেক, বুদ্ধি, বাকশক্তি ও ভালমন্দ বিচারক্ষমতা। আর পৃথিবীর অন্য সবকিছু জীবকুলেই হোক, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারাই হোক আলো বাতাসই হোক, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, সাগর-উপসাগরই হোক অথবা বৃক্ষ-লতাই হোক মানুষের ভোগের ও সেবার জন্যই সৃজিয়েছেন। আর পাঠিয়েছেন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে এবং তাঁর ওপর কোরআন শরীফ অবতীর্ণ হয় দুনিয়ায় শান্তির বাণী প্রচারের জন্য। কোরআন যে একখানি ঐশ্বরিক কিতাব এবং জিব্রাঈল (আঃ) যে আমাদের রাসূলকে ঐশ্বরিক বাণী অবগত করাতেন তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ সূরা-এ "আর রহমান" কোরআনের প্রত্যেকটি স্তবক যেন এক একটি কবিতা কলি। মানুষের পক্ষে এসব এমনিভাবে রচনা সম্ভব নয়।

আলো, বাতাস, বৃষ্টি যেমন সকলের জন্য তেমনি ইসলামের শান্তির ছায়াও সকল শ্রেণীর মানবের জনাই। কাজেই দুনিয়াতে ইসলাম প্রচার তথা ইসলামের শান্তির ও সাম্যবাদের বাণী প্রচার ও কোলাহলপূর্ণ পৃথিবীর বুকে শান্তি বজায় রাখার দায়িত্ব মুসলমানদের ওপর বর্তায়েছে। তার জন্য চাই সকলের বোধগম্য একটি সাধারণ ভাষা। এ ভাষা যে ইংরেজী তা অনস্বীকার্য।

এক সময় কথা আছে "বৃটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না" কালের গতিতে বৃটিশ ঔপনিবেশগুলি উঠে গেলেও কিন্তু অধিবাসীদের মুখের ভাষা রয়ে গেছে। তাহলে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি ইংরেজী আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে প্রথম স্থান অধিকার করে আছে। আর দ্বিতীয় স্থানে আছে আরবী, আরবী আমাদের বিতর্কের বিষয়বস্তু নয়। আমাদের কথা হচ্ছে, শুধু যে ভাষা বর্তমানে শ্রেষ্ঠ স্থান দখল করে আছে, সেইটাই হচ্ছে আমাদের প্রতিপাদ্যের বিষয় এবং তা ইংরেজী। ইংরেজীকে আমাদের স্বার্থেই আকড়িয়ে রাখতে হবে। যদি বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে কোলাহল ও অর্থের বৈষম্যের পাহাড় দূর করতে হয়।

বাংলাদেশ যেমন আমাদের, গোটা বিশ্বটাও তেমনি আমাদের। উন্নত দেশসমূহের অর্জিত ধন বা সম্পদের ওপর আমাদের দখল নেই বটে কিন্তু পৃথিবীর জন্ম সূত্রেও বাবা আদম ও মা হাওয়ার বংশধর হিসাবে তাঁদের মূল্যবান নিজ সম্পদের ওপর আমাদের ন্যায্য অধিকার রয়ে গেছে। সেই সম্পদের শেয়ার না দিলেও তার ডিভিডেন্ট ও তাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বন্ধুত্ব ও সমঝোতার মাধ্যমে পাওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক ভাষা ইরেজী শিখে বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে হবে। পৃথিবীতে আজ প্রত্যেক রাষ্ট্রই একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। এমনকি বড় রাষ্ট্রগুলোও তাদের বাণিজ্যের মার্কেট খুঁজে বেড়াচ্ছে ডেলিগেশন পাঠিয়ে আর ছোট রাষ্ট্রগুলোর তো কথাই নেই।

একসময় ইংরেজরা গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়ায় [illegible]র্জনের [illegible] আর ভারতে এসেছিল বাণিজ্যার্থে [illegible]রা গিয়েছিল চীনে [illegible]

মধ্যপ্রাচ্যে ও অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রে ব্যবসা-বাণিজ্যে একচেটিয়া আধিপত্য স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। আর আমাদের যুবকরা বিরাট বেকার সমস্যার সম্মুখীন হয়ে হিমশিম খেয়ে যখন মাথা খুঁটছে আর তখন আমরা বাংলাদেশে ভাষার প্রাচীর সৃষ্টি করে আমাদের যুবকদের দেশ-বিদেশে গিয়ে অন্ন সংস্থানের পথ রুদ্ধ করতে বসেছি।

চীন ও রাশিয়া ভাষার প্রাচীর সৃষ্টি করতে পারে, পাছে তাদের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফর্মুলা ফাঁস হয়ে পড়ে এই ভয়ে। কোন কোন রাষ্ট্র চীনের মতো প্রাচীর নির্মাণ করতেও পারে তা না হলে কাঁটাতারের বেড়াও দিতে পারে আর আমরা কিসের আশায় ও মোহে একমাত্র বাংলা ভাষার প্রাচীর সৃষ্টি করবো?

কোলাহলপূর্ণ এই পৃথিবীতে বাঁচতে হলে প্রত্যেক জাতিকেই সংকীর্ণমনা দর্শন পরিত্যাগ করে মুক্তমনা দর্শন নিয়ে পরস্পর একে অন্যকে আলিংগন করতে হবে। খনার বচন বলে "লেইলে পুছলে গরুর কুটুম আর আইলে গেলে মানুষের কুটুম" যদি খনার বচন সত্য বলে গ্রহণ করতে হয় তাহলে আজ আমরা যারা বাংলাদেশী হয়েছি তাদিগকে সংকীর্ণ দর্শন "এই দেশেতেই জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি। এই ভাষাতেই বলবো হরি সাঙ্গ হলে কাঁদা হাসা।" এসব পরিত্যাগ করতে হবে এবং তদস্থলে ইসলামী দর্শন "দু'চিজ আদমিরা কেশাদ জোরে জোর, একে আব ও দানাদদিগার খাকে গোর" অর্থাৎ দুইটি জিনিস মানুষকে টানছে পানীয় ও খাদ্য আর কবরের মাটি। কেউ বলতে পারে না কার খাদ্য ও পানীয় কোথায় এবং কোথায় সে মরবে। তাহলে আমাদিগকে আল্লামা ইকবালের কণ্ঠে সুর মিলিয়ে বলতে হয়, "চীন ও আরব হামারা, হিন্দুস্তাঁ হামারা……সারা জাহা হামারা" এই দর্শনকে আকড়ে ধরতে হবে নচেৎ আমাদের গত্যন্তর থাকবে না।

জাতিতে জাতিতে মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্রের সংঘর্ষ ও পারমাণবিক বিস্ফোরণ পৃথিবীকে করবে জনশূন্য। তাই মানুষের চিন্তাধারা ও আচার-ব্যবহার দিনে দিনে নতুন রূপ নিচ্ছে যা কিছু ভাল, যা কিছু সংক্ষেত মানুষ তা গ্রহণ করছে। আর যা কিছু পচা-গলা ও অনুদার তা পর্ণ কেবলমাত্র কম্যুনিজম প্রচারের মাধ্যমেই নয় সমগ্র টেলিভিশনকেই তাঁরা এখন রবীন্দ্রভিশনে পরিণত করে ফেলছেন। ঢাকায় এখন ভারতের টেলিভিশন "দুরদর্শন"-এর অনুষ্ঠান বেশ সহজেই দেখা যায়। গত কয়েক মাসে বেশ কয়েকবার আমার ঐ অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ হয়েছে। কিন্তু মাত্র একদিন অনুমান পনর মিনিটের একটি রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অনুষ্ঠান ছাড়া আর কখনও কোনও অনুষ্ঠানেই রবীন্দ্রনাথের কোনও নাম-গন্ধ বিন্দু-বিসর্গ পর্যন্ত দেখতে পাইনি। সর্বভারতীয় পর্যায়ে তাঁর অবস্থান কোথায় এই ঘটনা থেকেই তার আনদাজ পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে বাংলাদেশ টেলিভিশনে কি অবস্থা চলছে?

গানে রবীন্দ্রনাথ নাচে রবীন্দ্রনাথ নাটকে রবীন্দ্রনাথ আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ শিশুদের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ মহিলাদের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ পুস্তক-পরিচিতি অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ বিতর্ক অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বাংলাদেশ টেলিভিশনের কোনও অনুষ্ঠান যেন কল্পনাই করা যায় না। যে অনুষ্ঠানে আমরা মনে করি রবীন্দ্রনাথের প্রবেশের কোনও সুযোগ নেই সেখানেও দেখতে পাই কৌশলে তাঁকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। বক্তা আলোচক বা অভিনেতা হয় রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছেন আর না হয় যেখানে অন্য কোনও সুযোগ নেই সেখানে দেওয়ালে তাঁর ছবি টাঙ্গিয়ে রাখা হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের নাটকে বা গীতিনাট্যে যে পরিবেশ বিষয়বস্তু বা আবহ পরিবেশন করা হয় মুসলিম জীবনে তার প্রাসঙ্গিকতা কোথায়? আর ঐ যে যারা মালকোচা মারা ধুতি পরে অর্ধউলঙ্গ হয়ে নাচ দেখায় কিম্বা কোচা ঢুলিয়ে দাদা-বৌদি মাসি-পিসি ঠাকুরদা-ঠাকুরমা শ্রীদুর্গা-শ্রীভগবান-ঈশ্বরের কৃপায় বলে তারা কি এদেশের সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটায়? না সেই সংস্কৃতিকে উপহাস করে? অন্যান্য নাটকেও দেখতে পাই নায়ক-নায়িকার মুড মিউজিক হিসেবে বা কোনও ঘটনার ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক হিসেবে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুর বাজানো হচ্ছে। কেন? এদেশের যন্ত্রী বা সুরকারগণ কি সব বন্ধ্যা হয়ে গিয়েছেন? না রবীন্দ্র-সুর ছাড়া আর কোনও সুর হতে পারে না?

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের একটি অনুষ্ঠান টেলিভিশনে বরাবরই ছিল। ইদানীং তাতে আবার চুনকাম করা হয়েছে। একটি অনুষ্ঠানে একই বিষয়-ভিত্তিক গান পরিবেশন করা হচ্ছে এবং গানের আগে একজন বুদ্ধিজীবী নামধারী ব্যক্তিকে দিয়ে রবীন্দ্র-বন্দনামূলক বক্তৃতা দেওয়ানো হচ্ছে। এবং তিনি ভক্তির আতিশয্যে গদগদ হয়ে রবীন্দ্রনাথ না বলে তিন মিনিটে তেত্রিশবার "রবীন্নাথ" উচ্চারণ করছেন।

কম্যুনিজম এবং রবীন্দ্রনাথের স্রোত টেলিভিশনে এখন বেশ ভালই বইছে। কিন্তু ঐ টেলিভিশন থেকে যে আবার অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ উচ্চারণ শুনতে পাই! বাংলাদেশের পটভূমিকায় তাহলে অপসংস্কৃতি বলতে কি বুঝায়? ইংরেজী ভাষা গণতন্ত্রের ধারক ও বাহক আর বাংলা হচ্ছে দলাদলির ধারক ও বাহক এবং তাই কবি রবি ঠাকুর গেয়েছেন, "যেখানে বাঙ্গালী সেখানেই দলাদলি।" আজ আবার যেখানেই দলাদলি সেখানেই সন্ত্রাসবাদ ও বোমাবাজি। সন্ত্রাসবাদ এসেছিল ভারতে বৃটিশকে তাড়াবার জন্য আর পূর্ব পাকিস্তানে এসেছিল পাঞ্জাবীদের খেদাবার জন্য। আর অবশেষে সন্ত্রাসবাদের মূর্ত প্রতীক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঢাকা ইউনিভারসিটির কায়েদে আজম হলে মাস্টার দ্য সূর্য-সেনের প্রতিকৃতি হিসাবে। আজ সন্ত্রাসবাদ সেখান থেকে শুধু ঢাকা ইউনিভারসিটি ক্যাম্পে সীমিত থাকেনি, সারা বাংলার গ্রামে-গঞ্জে ইহা ছড়িয়ে পড়েছে। আত্মঘাতী ব্যাপার চলছে। ইংরেজী ভাষার দেশ ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার কোথাও তো সন্ত্রাসবাদের কথা তো শুনছি না। ১৩৮৮ সালে চৈত্র সংক্রীর দিন ভোর বেলা 'এই বাড়ীর আপদবালা ওবাড়ী যাকরে দূর-হ দূর-হ।' বাংলাদেশের সর্বত্র সন্ত্রাসবাদের ভূত চলছে। খাটি মুসলমান যারা এখানে আছেন তাঁরা সূরা ইয়াছিন পড়তে থাকুন যেন সন্ত্রাসবাদের ভূত বাংলাদেশ থেকে চলে যায়।

মানুষের মাঝে মানবত্ব ও পশুত্ব দুই-ই রয়ে গেছে, অবস্থা ভেদে একটি অপরটিকে ছাড়ায়ে প্রাধান্য লাভ করে। যান্ত্রিক সভ্যতা বিস্তারের সংগে সংগে মানুষের সুকোমল বৃত্তিগুলোও যেন ক্রমে ক্রমে ঢাকা পড়ে মানুষের অন্তর থেকে আপাতদৃষ্টিতে বিলয় হচ্ছে মনে হয়! দেখা যায় একটা মানুষ খুন হলে পুলিশ ছাড়া আর কেহ মুখাতে চায় না, অথচ একটা কাক বা বানর বিপদগ্রস্ত হলে শত শত কাক বা বানর দলবদ্ধ হয়। সেদিন দেখা গেল পারমাণবিক যুদ্ধের আশংকায় লক্ষ লক্ষ আমেরিকান নাগরিকরা উহা বন্ধ করার জন্য শ্লোগানসহ সোভাযাত্রা করেছিল। এর থেকে আমাদের আশা হয়, যন্ত্র সভ্যতার যুগে মানুষের সুকোমল বৃত্তিগুলো একেবারে বিলীন হয়নি। কেবল ঢাকা পড়েছে মাত্র। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমস্বরে একভাষায় আওয়াজ তুললে হয়তো বা আমেরিকা বা রাশিয়ার ভিতরে সুকোমল বৃত্তিগুলো জেগে ভাই-এ ভাই-এ হানাহানি না হয়ে কোলাকুলি দেখা দিতেও পারে।

আমারতো মনে হয়, জগতে এমন কোন ধর্ম নেই যার মতে জীবে দয়া নেই। উদার বলেই আজ ইসলাম, খৃষ্ট ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম জগতে এতটা বিস্তার লাভ করেছে। যে ধর্ম বলে "স্বধর্মে নি-ধন শ্রেয়, পর ধর্ম ভয়াবহ"। সে ধর্ম জগতে বিস্তার লাভ করেছে বলে ইতিহাস তো সাক্ষ্য বহন করে না। আর যারা ধর্ম মানে না, তাদের তো সন্তানাদি আছে এবং তাদের বাৎসল্য আছে আর আছে ভ্রাতৃত্ববোধ। সেটা যাবে কোথায়? তাঁদের হৃদয়বীণা যদি আন্তর্জাতিক ভাষায় করুণ স্বরে একবার ঝংকার দেয়া যায়, তবে তারাও ভ্রাতৃত্বের সাড়া না দিয়ে পারবে না। তাই জনৈক পার্সী রাজনীতিবিদ বলেন, "জবানে শিরিন, মলুক গিরি অর্থাৎ সুমিষ্ট ভাষা সারা পৃথিবী জয় করতে পারে"। আসুন আমরা সকলে সেই এক ভাষা ইংরেজী চর্চা করি এবং জগতকে এক বীণার তারে সংযোজন করি।

ছাত্রদেরকে বলি তোমরা ছাত্ররা ছাত্র অবস্থায় রাজনীতি পরিত্যাগ কর, প্রৌঢ় ও পক্ককেশকে রাজনীতি করতে দাও আর তোমরা নিম্নলিখিত পাঁচটি সম্পদ অর্জন কর।

(১) সকাল-এ দশ-বারো মিনিট ব্যায়াম ও বৈকালে অর্ধ ঘন্টা প্রাণ খুলে খেলা কর যেন সুন্দর দেহ ও স্বাস্থ্যের অধিকারী হইতে পার।

(২) মাতৃভাষা বাংলা ও ইংরেজী এমন মনোযোগের সহিত পড়বে ও লিখবে যেমন তুমি সুন্দর ভাষায় কথাবার্তা বলতে ও চমৎকারভাবে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারো। পরীক্ষায় নকলের বিরুদ্ধে জেহাদ কর, নকল ১৯৭২ সন থেকে আজ পর্যন্ত ১৫ বছর কাল শিক্ষার পরিবেশকে ধ্বংসের মুখে ঠেলেছে। শিক্ষা দেশে নাই বললেই চলে। কোয়ালিটি শিক্ষা প্রাইমারী ও মাধ্যমিক স্তরে মজবুত না হওয়ায় শিক্ষা ক্ষেত্রে এক নৈরাজ্য চলেছে। আর কতদিন নিজের পায়ে কুঠার হানবে।

(৩) আত্মবিশ্বাস ও ধর্ম বিশ্বাস রাখ, পরম করুণাময় খোদাতালা যখন তোমাকে সৃষ্টি করেছে তখন তোমার মাঝে আত্মবিকাশের মতো শক্তি ও প্রতিভাও দিয়েছেন। চেষ্টার দ্বারা তোমরা ইহা প্রতিভাত করতে পারো।

(৪) মার্জিত মন গঠন করতে চেষ্টা করবে গুরুজনের উপদেশ নিয়ে। দেশ যেমন তোমার গোটা বিশ্বও তেমনি তোমার— এই ধ্যান-ধারণা নিয়ে মানুষকে ভালবাসতে শিখবে।

(৫) তোমার দৈনিক খাদ্যের জন্য এই মাসে, এই কোয়ার্টারে কি পরিমাণ শাক-সব্জি তোমার সবজির বাগানে উৎপন্ন করেছ এবং গত এক বছরে কি পরিমাণ ফলের চারা ও কাঠের চারা লাগিয়েছ। তা খতিয়ে দেখবে। তুমি বড় হচ্ছ সেই সংগে তোমার ফলের গাছগুলোও বড় হচ্ছে। ফলবান বৃক্ষ ফল দিচ্ছে দেখে তুমি আনন্দরসে আপ্লুত হবে ও তৃপ্তি পাবে— তবেই তোমার জীবন সরস ও সার্থক হবে নচেৎ ইহা হবে মুরুময়।

দেশের মাটিতে কি করতে পারো এবং কি কি সরকারী সুখ-সুবিধা রাষ্ট্রে আছে আগে-ভাগেই ভেবে দেখ নচেৎ মনে করিও বিশ্বের কোথাও তোমার রিজিক আছে— এই মনে করে পূর্বে বর্ণিত পঞ্চ সম্পদের অভিজ্ঞতার আলোকে বিশ্ব রোড ধরে আন্তর্জাতিক ভ্রমণ ভিসার বলে বের হয়ে পড়। দেখবে কোথাও না কোথাও তোমার সংস্থান আছে। হয় তোমার অটুক স্বাস্থ্যখানিও শ্রম-শক্তি কাজে লাগছে নয়তো তোমার চোস্ত ইংরেজী ভাষা জ্ঞান কাজে লাগছে। মনে রাখবে তোমাকে যে কোন একটি ট্রেইড শর্টহ্যাণ্ড, টাইপরাইটিং, টেইলারিং, ওয়েল্ডিং, কারপেন্টারিং বা যে কোন পলিটেকনিক বিষয় জানা থাকতে হবে বিশ্ব রোডে বাহির হওয়ার আগে; বিদেশে কোন অপদার্থকে কেউ ভিক্ষাও দেয় না।

সর্বশেষ আমার সরকারের কাছে আবেদন ও নিবেদন যেন ইংরেজী ভাষা পূর্ব পাকিস্তানে কোর্ট-কাচারীতে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যে স্থান পেয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশেও এখনও তেমনি স্থান পায়। তা-না হলে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আমাদের শিক্ষিত যুবকেরা কূপমণ্ডুক হয়ে পড়বে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রবল প্রতিযোগিতায় অন্যান্য রাষ্ট্রের যুবকদের সংগে হার মানবে। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আহরণ ক্ষেত্রে একান্তভাবে পিছিয়ে পড়বে, ইহার ফলে একদিকে বেকার সমস্যার সমাধানের পথ যেমন রুদ্ধ হয়ে যাবে, অন্যদিকে বিরাট কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার অর্জন থেকে বিমুখ হবে